সমকাল

তারিখ ... 0 8 OCT 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

এমপিওভুক্তি ও শিক্ষার মান

গলদ পদ্ধতিতে না প্রক্রিয়ায়?

রোববার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'এমপিও পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষার মান ব্যাপকভাবে সাফার করছে।' বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, এ নিয়ে সংশয় নেই। সরকার থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের মাদ্রাসাগুলোতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়। বই ছাপাতে হয় তিন কোটির বেশি শিক্ষার্থীর জন্য। গত বছর পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় ৩০ লাখ এবং অষ্টম শ্রেণীতে লেখাপড়া শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ২০ লাখের মতো শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ১৭ লাখ শিক্ষার্থী। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থী বাড়ছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এসবই উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সর্বত্র। সরকারি তহবিল থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এটাও বলা হচ্ছে, যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় তাতে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হয় না। বিএ-এমএ পাস করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং গ্রহণের পরও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মাসিক বেতন-ভাতা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিম্ন পর্যায়ের কর্মীদের তুলনায় কম থাকে। তদুপরি রয়েছে দুর্নীতি ও অনিয়ম। শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান সমস্যা প্রকট এবং এ কারণে স্বল্প বেতনের শিক্ষকতার চাকরি পেতেও দেন-দরবার করতে হয়। আর্থিকভাবে খুশি করতে হয় নিয়োগকর্তাদের। এ অবস্থায় শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না থাকার জন্য কেবল এমপিওভুক্তিকে দায়ী করার যৌক্তিকতা কোথায়? সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে চাইবেন, এটা স্বাভাবিক। তাদের নির্বাচনী এলাকার অধিবাসীদের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বাস্তবতাবর্জিত প্রতিশ্রুতিও দিয়ে থাকেন। তারা সরকারের অর্থ ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন। শিক্ষা খাতে সরকারের বরাদ্দ বাড়ানো হলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াতে স্থানীয় উৎসের সন্ধানও করা চাই। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, শিক্ষার মান বাড়াতে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিকল্প নেই। সংসদ সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যুক্ত করার যে প্রথা চালু রয়েছে তাতে যে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না, তা অর্থমন্ত্রীসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সবারই জানা থাকার কথা।